ভোরের কাগজ 74

তারিখ AUG. 5 1999
পৃষ্ঠা 4 কলাম 2

সম্পাদকীয়

ভোরের কাগজ

ঢাকা বৃহস্পতিবার ২১ শ্রাবণ ১৪০৬
৫ আগস্ট ১৯৯৯

মাদ্রাসা শিক্ষা : অপচয় ও অনিয়ম

মাদ্রাসা শিক্ষার মান এবং এই খাতে ব্যাপক অপচয় ও অনিয়ম নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে উত্থাপিত তথ্য অনুযায়ী, ভোরের কাগজ-এর প্রতিবেদনে এ সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয় তা জনমনে কেবল জিজ্ঞাসাই জাগায় না; সংশয়েরও সঞ্চার করে। নয়কে ছয় বানিয়ে পুকুর চুরির ঘটনার মতো দুর্নীতি এদেশে নতুন নয়। কিন্তু সুদক্ষ ম্যাজিশিয়ানের কায়দায় শূন্য টুপির ভিতর থেকে পায়রা বের করার ধরনে অস্তিত্বহীন মাদ্রাসার নামে যে লুটপাট চলেছে, আমাদেরকে তা যেন উপমা-সম্রাট কালিদাসের কালে নিয়ে যায়। কবি উচ্চারণ করেছিলেন : 'নেই তাই খাচ্ছো/থাকলে কোথায় পেতে।' এ অমর পংক্তিযুগলের প্রেক্ষাপট যাই থাক না কেন, বাংলাদেশের এক শ্রেণীর মাদ্রাসার বেলায় তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। যে মাদ্রাসার ঘর, দরজা, বেড়া, চাল নেই; ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি নেই, ৫-৭ বছর পর্যন্ত স্বীকৃতির নবায়ন পর্যন্ত নেই— এমনকি যে মাদ্রাসা পাবলিক পরীক্ষায় কোনো পরীক্ষার্থীও পাঠায় না— সেগুলোর খাতাপত্র আছে। বেতন-ভাতার টাকা তোলাও আছে। এবং এই করেই দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও প্রভাবশালী বলে উল্লিখিত এক শ্রেণীর লোক সরকার তথা জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ দীর্ঘদিন যাবৎ আত্মসাৎ করে আসছে। অবস্থা যদি এই হয়, তাহলে সরকারি ব্যয়ের তুলনায় মাদ্রাসা শিক্ষার মান হতাশাব্যঞ্জক হবে না কেন? সংসদীয় কমিটির বৈঠকে প্রদত্ত শিক্ষা সচিবের প্রতিবেদনে মাদ্রাসা শিক্ষার নামে অনাচারের যে ফিরিস্তি তুলে ধরা হয়েছে তাকে কোনোক্রমেই প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। প্রশ্ন, সরকারি নীতিমালাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে একাধিক শর্ত ভঙ্গ করে থানায় থানায় স্কুলের চেয়ে বহুগুণ বেশি মাদ্রাসা কিভাবে গড়ে উঠলো? শুনে ধন্দ লাগে, কোনো কোনো থানায় ৬০/৬৫টি পর্যন্ত মাদ্রাসা রয়েছে যেগুলোর বেশিরভাগই ভুয়া। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে নীতিবহির্ভূতভাবে গড়ে ওঠা মাদ্রাসাগুলোর স্বীকৃতি প্রদানের অধিকার কারা দিয়েছে। বোর্ড এ প্রশ্নের কী জবাব দেবে?

মাদ্রাসা শিক্ষাকে যখন যুগোপযোগী এবং শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবনকে অর্থবহ করে তোলার মাধ্যম রূপে পুনর্বিন্যাসের চিন্তাভাবনা চলছে, তখন এই খাতকে পুঁজি করে এক শ্রেণীর আমলা ও কথিত প্রভাবশালীদের সীমাহীন দুর্নীতি মাদ্রাসা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকেই ব্যাহত করবে মাত্র। শিক্ষাদানের নামে সরকারি বেতন-ভাতার অংশ পাওয়ার লক্ষ্যে যেসব মাদ্রাসা গড়ে তোলা হয়েছে সেগুলোকে অবিলম্বে চিহ্নিত করা দরকার। খতিয়ে দেখা জরুরি ১৯৯৫ সালে ৪৪৫, '৯৬ সালে ১১১, '৯৭ সালে ১০৩ এবং '৯৮ সালে ৭৪টি মাদ্রাসার কোনো পরীক্ষার্থীই দাখিল (মাধ্যমিক) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি কেন। কিংবা অংশ নিয়েও ঐ চার বছরে ১৬২, ১৫২, ১২১ এবং ২০৬টি মাদ্রাসার কোনো ছাত্রই পাস করেনি কি কারণে? ওই সব ছাত্র বা মাদ্রাসাগুলোর পিছনে সরকারের যে বিপুল বরাদ্দ ব্যয়িত হয়েছে সেই বিশাল অপচয়ের দায় কে বহন করবে?

সংসদীয় কমিটির বৈঠকে বলা হয়, নীতিমালা পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় সরকার ২৫১টি মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার এবং অনুদান বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা এই পদক্ষেপের প্রশংসা করি। সেই সঙ্গে এ প্রত্যাশাও অযৌক্তিক হবে না যে, শিক্ষামন্ত্রীর মন্তব্য অনুযায়ী মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয়সংখ্যক তদন্ত টিম সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসাগুলোতে অবিলম্বে পাঠানো হবে। ভুয়া মাদ্রাসার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সমুচিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণও একান্ত জরুরি। সর্বোপরি যেকোনোভাবেই হোক— তথাকথিত প্রভাবশালীদের চাপে ভুঁইফোঁড় মাদ্রাসা গড়ে তোলার এহেন অপচেষ্টা কার্যকরভাবে রোধ করতে হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষাকে যখন যুগোপযোগী এবং শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবনকে অর্থবহ করে তোলার মাধ্যম রূপে পুনর্বিন্যাসের চিন্তাভাবনা চলছে, তখন এই খাতকে পুঁজি করে এক শ্রেণীর আমলা ও কথিত প্রভাবশালীদের সীমাহীন দুর্নীতি মাদ্রাসা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকেই ব্যাহত করবে মাত্র।